একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

এসএমসি নিউজ

ইস্যু ৩৯, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২১

এসএমসি কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন

এসএমসি বিগত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে একটি ওয়েবিনারের মাধ্যমে 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী' পালন করে যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। ওয়েবিনারে প্রধান কার্যালয়, এরিয়া অফিস, কারখানা, ওয়্যারহাউস ও ক্লিনিক থেকে ৭৬৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানীর পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান জনাব ওয়ালিউল ইসলাম, বোর্ডের পরিচালক জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ হুসেইন, মিসেস রোকেয়া কাদের, জনাব মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ, জনাব ফারুক আহমেদ সহ এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং উভয় কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সভার শুরুতেই মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী লাখো শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা পর্বে, বোর্ডের সদস্যবৃন্দ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান এবং জীবন ও পবিত্রতা বিসর্জন দেওয়া নারীদের স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানে এসএমসি পরিবারের নতুন প্রজন্মের সদস্যরাও অংশ নেন এবং আগামী দিনে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আশা-আকাঙ্খার পাশাপাশি স্বাধীনতার তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। অধিবেশনটি পরিচালনা করেন এসএমসি ইএল এর মানব সম্পদ এবং প্রশাসন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার জনাব রানা কায়সার আহমেদ।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সিবিএ নেতাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

এসএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে বিগত ১৭ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে সিবিএ-এর একটি প্রতিনিধি দল এসএমসি এবং এসএমসি ইএল বোর্ডের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব ওয়ালিউল ইসলামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী সহ অন্যান্য সিবিএ নেতৃবৃন্দ চেয়ারম্যান মাননীয় সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আলী রেজা খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এসএমসি, জনাব আব্দুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমসি ইএল, জনাব ফিরোজ উল আলম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অপারেশন, এসএমসি ইএল এবং জনাব তসলিম উদ্দিন খান, এসএমসি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক। মাননীয় চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ কোম্পানীর ধারাবাহিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বিগত বছরের মতো সিবিএ-এর কাছ থেকে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। সিবিএ নেতারা আশ্বস্ত করেন যে তারা এসএমসি'র ব্যবস্থাপনাগত দিক-নির্দেশনা এবং এসএমসি ও এসএমসি ইএল বোর্ডের শক্তিশালী নেতৃত্বে কোম্পানীর প্রবৃদ্ধিতে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় এসএমসি'র বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পেশার জন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (পিএমআই) বিশ্বব্যাপী একটি নেতৃস্থানীয় সংস্থা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই (১৯৬৯) ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালনার মান এবং কৌশলগত পন্থা তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। পিএমআই বাংলাদেশ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একই মান, নীতি এবং ধারণা অনুসরণ করে। পিএমআই আয়োজিত প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিম্পোজিয়াম ২০২১-এ এসএমসি 'প্রজেক্ট অব দ্যা ইয়ার- সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট (মাঝারি)' বিভাগে পুরস্কার পায়। এসএমসি 'ই-বিক্রয় এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহ'-এর জন্য মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অর্জন করে যা এসএমসি'র আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত মহা-ব্যবস্থাপক জনাব গিয়াস উদ্দিন উপস্থাপন করেন।

ব্লু-স্টার সেবাপ্রদানকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পর্যালোচনা সভা

বিগত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে সিলেটে ব্লু-স্টার সেবাপ্রদানকারীদের (বিএসপি) নিয়ে দিনব্যাপী অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো ছিল সর্বোত্তম অনুশীলনগুলোর আদান-প্রদান, এসএমসি'র প্রোগ্রাম কর্মসূচীর আধুনিকায়ন, জাতীয় কর্মসূচীতে সাফল্য এবং অবদান, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, দক্ষ সেবাপ্রদানকারীদের স্বীকৃতি প্রদান এবং ভবিষ্যতে প্রোগ্রাম কর্মকান্ডসমূহের মান উন্নয়নে বিএসপিদের পরামর্শগুলোকে একীভূত করা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএমসি এবং এসএমসি ইএল বোর্ডের পরিচালক জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন এসএমসি বোর্ডের পরিচালক জনাব ফারুক আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং এসএমসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান, এসএমসি ইএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুল হক, এসএমসি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তসলিম উদ্দিন খান সহ এসএমসি'র অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার মোট ৩১০ জন ব্লু-স্টার সেবাপ্রদানকারী উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সেরা ১০ জন বিএসপি, জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে অসামান্য অবদান এবং প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ পুরষ্কার (ক্রেস্ট) গ্রহণ করেন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব কুতুব উদ্দিন এবং উপ-পরিচালক ডাঃ লুৎফুন্নাহার জেসমিন। উভয় কর্মকর্তাই বাংলাদেশে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে এসএমসি'র অবদানের কথা স্বীকার করেন এবং ব্লু-স্টার সেবাপ্রদানকারীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে তাদের সহযোগিতা প্রসারের আশ্বাস দেন। উলেখ্য যে, সারা দেশে এই ত্রৈমাসিকে প্রায় ১০টি অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট (এমএমএস) 'ফুলকেয়ার'-এর ওরিয়েন্টেশন

গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টির ঘাটতিপূরণ এবং কম ওজনসম্পন্ন (লো বার্থ ওয়েট) সন্তান প্রসব প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে, এসএমসি ২০২১ সালের জুলাই মাসে 'ফুলকেয়ার' নামে ১৫টি মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট (এমএমএস) সম্বলিত একটি প্রোডাক্ট চালু করে। এসএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে বিগত ২০ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে এসএমসি এবং এমএমএস প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সমন্বয়ে বিক্রয় দক্ষতা, মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং ফুলকেয়ার বিপণনের সর্বোত্তম ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের আরেকটি লক্ষ্য ছিল এমএমএস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও তথ্য প্রদানের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের দক্ষ করে তোলা।

অধিবেশনে এসএমসি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তসলিম উদ্দিন খান সর্বোত্তম সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এসএমসি, এমএমএস প্রকল্প এবং এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (এসএমসি ইএল)-এর বিক্রয় প্রতিনিধিদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং যথাযথ যোগাযোগের উপর জোর দেন। এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান উক্ত অধিবেশনে যোগ দেন এবং ব্র্যান্ডের ভাবমূর্তি সর্বদা সমুন্নত রাখতে ও সকল কর্মকান্ডে সঠিক সমন্বয় নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন। এসএমসি ইএল-এর বিক্রয় বিভাগের অতিরিক্ত মহা-ব্যবস্থাপক জনাব চন্দ্রনাথ মন্ডল উক্ত অধিবেশনে যোগ দেন এবং মাঠ কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে পরামর্শ দেন। এসএমসি'র প্রোগ্রাম অপারেশন বিভাগের অতিরিক্ত মহা-ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিউর রহমান ব্যক্তিগত ও দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন।

আরটিভি এসএমসি মনিমিক্স অ্যাওয়ার্ড-২০২১

এসএমসি এবং আরটিভি টানা চতুর্থবারের মতো যৌথভাবে 'আরটিভি এসএমসি মনিমিক্স অ্যাওয়ার্ড- ২০২১'-এর আয়োজন করে। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে জনপ্রিয় জাতীয় সেলিব্রিটি এবং টিভি শিল্পী, শিক্ষাবিদ, উন্নয়ন সহযোগী এবং সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তিনটি প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণামূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্বতন্ত্র বিভাগে, দেশ-বিদেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধ ছাত্র জনাব শাহিন আলম, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তরুণ দাবাড়ু জনাব তাহসিন তাজওয়ার জিয়া এবং নারী ও শিশুদের অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করার জন্য শিশু সাংবাদিক ও লেখক, মিস প্রিয়াঙ্কা ভদ্র-কে পুরস্কৃত করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগে, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'বাংলাদেশ সায়েন্স সোসাইটি', গত তিন দশক ধরে গৃহহীন শিশুদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং তিনবেলা খাবার সরবরাহের জন্য সামাজিক সংগঠন 'সারেরহাট কল্যাণী শিশুসদন' এবং শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করে তুলতে এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য মাসিক শিশু পত্রিকা 'টইটুম্বুর'-কে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জনাব কেএম খালিদ, ওপিএইচএনই, ইউএসএআইডি-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব মারভিন ক্রেসপিন গোমেজ, এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান, এসএমসি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তসলিম উদ্দিন খান এবং আরটিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ আশিক রহমান উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এসএমসি'র বেবি ডায়াপার ব্র্যান্ড 'স্মাইল' অনুষ্ঠানটির সহ-পৃষ্ঠপোষক ছিল এবং অনুষ্ঠানটি আরটিভি এবং এর ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে এসএমসি'র ১৬ দিনের কর্মসূচী পালন

বৈশ্বিক প্রচারণার অংশ হিসেবে, এসএমসি জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের কর্মসূচী উদযাপন করে। কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রমের আওতাভূক্ত ৯৩টি উপজেলায় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা (ভিএডব্লিউ) নির্মূলের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস স্মরণে এসএমসি বিগত ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে। নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূলের জন্য সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে চারটি বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে ক্যাম্পেইনটি পরিচালিত হয়। এসএমসি জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়ন এবং প্রচারাভিযান সম্পাদনের লক্ষ্যে অংশীদার সংস্থাগুলোকে নিয়ে ভিএডব্লিউ (VAW)-এর উপর চারটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো প্রজনন সক্ষম বিবাহিত নারীদের (এমডব্লিউআরএস) নিয়ে ১,৫৬২টি উঠান বৈঠক, কিশোরীদের সাথে ৬৮টি সেশন এবং গোল্ড স্টার সদস্যদের সাথে ১৭টি বৈঠকের আয়োজন করে যার মাধ্যমে তারা মোট ২০,০৭৫ জন অংশগ্রহণকারীদেরকে সহিংসতা প্রতিরোধের বার্তা সম্পর্কে অবহিত করে। স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিরাও প্রচারণামূলক অধিবেশনগুলোতে উপস্থিত ছিলেন এবং স্থানীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে ক্যাম্পেইনটির কর্মকাণ্ডসমূহ প্রকাশিত হয় ।

নগর এলাকায় নারী উদ্যোক্তা মডেলের পাইলট প্রকল্প

এসএমসি নিজস্ব অর্থায়নে পাইলট ভিত্তিতে শহরাঞ্চলে গোল্ড স্টার প্রোগ্রাম উদ্যোগ (নারী উদ্যোক্তা মডেল) চালু করেছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা নয় বরং স্বল্প আয়ের শহুরে এলাকায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জনস্বাস্থ্য পণ্যের সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। এসএমসি ২০২১ সালের মার্চ মাস থেকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের তিনটি এলাকায় (কামরাঙ্গীরচর, নন্দীপাড়া ও ডেমরা) ইমপ্লিমেন্টিং পার্টনার 'সীমান্তিক' এর মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। পাইলট প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে, এসএমসি, ইউএসএআইডি-এমআইএসএইচডি-এর আওতাধীন যাত্রাবাড়ী থানার রায়েরবাগ এবং চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলী থানায় আরবান গোল্ড স্টার প্রোগ্রাম কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে।

হেলথ এবং হাইজিন ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি

স্বাস্থ্য বিষয়ক পণ্যের বাজার চাহিদা মেটাতে এসএমসি ইএল আরো দুটি উৎপাদন লাইন যুক্ত করে স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং ডায়াপার-এর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এই সম্প্রসারণটি দুই ধাপে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়। নির্মাণের প্রথম ধাপটি ২০২০ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয় এবং ২০২১ সালের জুনে শেষ হয়। দ্বিতীয় ধাপে, নতুন তিনটি ভবনের (উৎপাদন, প্রশাসন এবং পরিষেবা) ভার্টিকাল সম্প্রসারনের কাজ চলছে ।

‘নিউট্রি-লিডারস হান্ট ২০২১’-এর বিজয়ীদের এসএমসি’র অভিনন্দন

ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (NNS) এবং সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (GAIN) যৌথভাবে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন ভিত্তিক পুষ্টি নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা ‘নিউট্রি-লিডারস হান্ট ২০২১’ এর আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্বটি বিগত ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ‘চ্যানেল আই’-এ সম্প্রচারিত হয়। এটি গেইন-এর ‘ভালো খাবো, ভালো থাকবো’ প্রচারের একটি উদ্যোগ যা বাংলাদেশের তরুণ ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিবেদিত। সারাদেশে মোট ১১ হাজার কিশোর-কিশোরী এই অনলাইন ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১২ জন নিউট্রি-লিডারসকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত এবং পুরস্কৃত করা হয়।

এনএনএস-এর ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডাঃ নন্দলাল সূত্রধর, বারডেম হাসপাতালের হেড অব নিউট্রিশন, ডাঃ শামসুন নাহার নাহিদ মহুয়া, ইউসিবি-এর প্রভাষক এবং ওয়ান সার্কেল ওয়ালফেয়ার অর্গানাইজেশন-এর সভাপতি মিসেস ফারিন দৌলা প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে, এনএনএস-এর লাইন ডিরেক্টর ড. এস এম মুস্তাফিজুর রহমান, কিশোর আলো পত্রিকার সম্পাদক লেখক ও ঔপন্যাসিক জনাব আনিসুল হক, অভিনেতা আরিফিন শুভ, গেইন-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. রুদাবা খন্দকার, এসএমসি’র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তসলিম উদ্দিন খান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসএমসি’র পক্ষ থেকে জনাব খান এসএমসি ব্র্যান্ডেড পণ্যের ঝুড়ি বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন।

পিঙ্ক স্টার সেবাপ্রদানকারী এবং কাউন্সেলরদের সাথে কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা সভা

এসএমসি দীর্ঘমেয়াদী গর্ভনিরোধক (এলএআরসি) পরিষেবার প্রচার ও প্রসারে ব্যক্তিগত চেম্বারের মাধ্যমে প্রসূতি এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের (ওবিজিওয়াইএন) নিযুক্ত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। বিগত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে খুলনা অঞ্চলে পিঙ্ক স্টার প্রোগ্রামের আওতাভূক্ত ওবিজিওয়াইএন-দের সাথে একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৩৫ জনেরও বেশি ওবিজিওয়াইএন অংশগ্রহণ করেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব হাবিবুল হক খান, ওজিএসবি’র (অবস্ট্রেটিক্যাল এন্ড গাইনোকোলোজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ) সভাপতি অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস এবং খুলনা বিভাগের ওজিএসবি’র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কেপি দাস। বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিলো এলএআরসি পারফরম্যান্স পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভবিষ্যতে সেবার মান আরো উন্নত করার বিষয়ে আলোকপাত করা। সভায় সেরা ওবিজিওয়াইএন তাদের অভিজ্ঞতা অন্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে শেয়ার করেন যাতে তারাও তাদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

এসএমসি’র প্রোগ্রাম বিভাগ বিগত ১০-১১ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে এসএমসি’র প্রধান কার্যালয়ের ১৮ তলার কনফারেন্স রুমে এলএআরসি নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত কাউন্সেলরদের সাথে কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা সভার আয়োজন করে। মূলত কাউন্সেলরগণ কমিউনিটি পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী গর্ভনিরোধক পদ্ধতির (এলএআরসি) চাহিদা তৈরি করে। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সেলরদের কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা এবং সর্বোত্তম অনুশীলনগুলোর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা যেখানে ৩৪ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এসএমসি’র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব তসলিম উদ্দিন খান এবং প্রোগ্রাম অপারেশনস-এর অতিরিক্ত মহা-ব্যবস্থাপক, জনাব মশিউর রহমান সভায় যোগ দিয়ে তাদের কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা ও সেরা কাউন্সেলরদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন।

কমিউনিটি মোবিলাইজেশন পার্টনারদের ‘সেরা এনজিও পুরস্কার’ অর্জন

‘বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সেরা বেসরকারি অবদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে (এনজিও) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে অসামান্য সাফল্যের জন্য স্বীকৃতি দেয়। এসএমসি’র নতুন দিন কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত দুটি বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের অধীনে পাঁচটি উপজেলা তাদের অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য সেরা এনজিও পুরস্কার অর্জন করে। সহযোগী এনজিও পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)-কে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলা এবং নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। অন্যদিকে, দিরাই এবং সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলা ও হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার জন্য সীমান্তিক-কে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রধান সম্পাদক: মোঃ আলী রেজা খান; **প্রকাশনা ও সার্কুলেশন:** কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট; **কৃতজ্ঞতা:** সকল বিভাগকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার জন্য;
ঠিকানাঃ এসএমসি টাওয়ার, ৩৩ বনানী বা/এ, রোড - ১৭, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৫০৭৩-৮০, +৮৮ ০২ ২২২২৭৫০৮৫-৯২, **ওয়েবসাইট:** www.smc-bd.org